**প্রযুক্তি প্রদর্শন ও মাঠ দিবস, 2019**

আজ 27/03/2019 তারিখ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর এ গম ও ভুট্টার নতুন নতুন জাতসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রদর্শন ও মাঠ দিবস উপলক্ষে একটি কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ইকবালুর রহিম, এম.পি, মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ত্ব করেন অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা। বিশেষ অতিথি হিসাবে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জনাব এম এ ওয়াজেদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অত্র ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহিদুল ইসলাম সরকার। এতদাঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সংবাদ মাধ্যমের কর্মীবৃন্দ এবং কৃষক/কৃষানীসহ প্রায় 300 জন এই প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত মাঠ দিবসে কৃষক/কৃষানীসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত প্রযুক্তি, বীজ উৎপাদন প্লট এবং কৃষি যন্ত্রপাতির চলমান গবেষণা কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। মাঠ প্রদর্শন শেষে সমাবেশস্থলে গম ও ভুট্টার জাতসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে এবং বাংলাদেশে গম-ভুট্টার উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জানানো হয়, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পোলট্রি ও মৎস্য ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে গম ও ভুট্টার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতি বছর গম 60 লক্ষ মে. টন ও ভুট্টা 20 লক্ষ মে. টন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় 12 লক্ষ মে. টন গম এবং 38 লক্ষ মে. টন ভুট্টা উৎপাদিত হয় এবং হেক্টর প্রতি ফলন ও আবাদের এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ দুটি ফসলের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন উচ্চফলনশীল জাতের মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার, উন্নত কলাকৌশল যথাযথ অনুসরণ এবং উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বরেন্দ্র এলাকা, চরাঞ্চল, হাওর অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে এ দুটি ফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারিত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গ আশা প্রকাশ করেন যে, গবেষক, সম্প্রসারণবিদ, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সর্বোপরি কৃষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশে গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশ থেকে আমদানি কমিয়ে বিপুল অংকের বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হবে।

প্রধান অতিথি জনাব ইকবালুর রহিম, এম.পি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, “আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি বান্ধব সরকার, এ সরকার সব সময়ই কৃষি ও কৃষকের সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যহত থাকবে”। তিনি জানান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ১৯৯৮ সালে দিনাজপুরের জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্রকে ইনস্টিটিউটে উন্নীতকরনের ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত অক্টোবর ২০১৭ মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭ পাশের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আশা করেন, সদ্য স্থাপিত এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গম ও ভুট্টার উপর আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে তিনি সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি কৃষকদেরকে সর্বাত্মক সেবা প্রদানসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সফল উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং কৃষকেরা যেন লাভজনকভাবে গম ও ভুট্টাসহ বিভিন্ন ফসল ফলাতে পারে এ ব্যপারে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সকল সহেযোগিতা করার আহ্বান জানান।

কৃষি মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কমলারঞ্জন দাশ বাংলাদেশে গম ও ভুট্টার উন্নয়নে এবং এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মহাপরিচালক, ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা, বাংলাদেশে গম ও ভুট্টার উন্নয়নের সার্বিক চিত্র ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন এবং সমাবেশকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে মাঠ দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।